বিরল সম্প্রীতির যোদ্ধা মহম্মদ ইয়াসিন পাঠান

অর্ণব

কে বলে ইসলাম শুধু মৌলবাদীর জন্ম দেয়, যারা ভারতকে মনে করে 'বিধর্মীদের ঘৃণ্য রাষ্ট্র'। তাঁরা কি অনুমানও করতে পারেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি মুসলমানদে অনুরাগের প্রকৃত স্বরূপটি?

জানতে হলে চলুন পাথরা, বাংলার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম। প্রাচীন এই গ্রামের বুক জুড়ে ৩৪টি অপূর্ব স্থাপত্যকীর্তি যা রক্ষা করার জন্য আজ ৩৩ বছর ধরে যুদ্ধ করে চলেছেন পঞ্চাশোর্ধ মহম্মদ ইয়াসিন পাঠান। ভাবছেন মসজিদ-ঈদগাহের কথা? না! এগুলি পরিত্যক্ত হিন্দু মন্দির।

১৯৮২ সালে স্থানীয় দুর্গা মন্ডপের ইঁটচুরির প্রতিবাদ করে প্রহৃত হন ইয়াসিন। তাঁর মতে, গ্রামের বেশিরভাগ ইঁটের বাড়িই তৈরী হয়েছে এইসব মন্দিরের ইঁটে। ইঁটচুরির দাপটে হারিয়ে গেছে বেশ কিছু প্রাচীন মন্দির। অবশিষ্ট ৩৪টি মন্দির রক্ষার্থে তাই একাই মাঠে নামেন ইয়াসিন। কারণ ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে এটাই পাথরার ইতিহাস রক্ষার লড়াই তাঁর।

পাথরার একটি সংরক্ষিত মন্দির

এরপর মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ৩৪টির মধ্যে ২৮টি মন্দিরের সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। এজন্য অবশ্য কম মাশুল গুনতে হয়নি ইয়াসিনকে। দিল্লিতে ফোন কলের খরচ ওঠে ৩০০০ টাকা। দরিদ্র স্কুল পিয়ন এই বিল মেটাতে না পারায় বাড়ির টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয় তাঁর। শুধু তাই নয়। পাথরার অপরূপ পুরাতত্ত্ব লোকসমক্ষে আনার জন্য ৪২০০০ টাকা ধার করে লেখেন 'মন্দিরময় পাথরার ইতিবৃত্ত'। প্রকাশনার খরচটুকুও ওঠেনি। বাড়িতে এম এ গ্র্যাজুয়েট ভাই ও ছেলে। রাষ্ট্রপতি পুরষ্কারপ্রাপ্ত এই যোদ্ধা তাই আজ ক্লান্ত।

পাথরায় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের কাজও খুব মসৃণভাবে এগোচ্ছে না। তবু স্থানীয় নানা সমস্যায় জর্জরিত এই পুনর্ণবীকরণ কর্মসূচিকে কিন্তু বাহবাই দিচ্ছেন ইয়াসিন। রাষ্ট্রপতি পুরষ্কারের পাশাপাশি টেলিগ্রাফ পত্রিকার তরফ থেকে পেয়েছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অক্লান্ত যোদ্ধার উপযুক্ত সম্মান।

বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি শত দারিদ্র ও প্রতিকূলতার বিপরীত স্রোতে আজ সমগ্র জাতির কাছে আইকন।

সূত্র ও ছবি : *দ্য টেলিগ্রাফ,* কলকাতা

কলকাতা ২৩শে ফাল্গুন, ১৪১২

http://groups.yahoo.com/group/sahitya/